মহোদয়,

আইন কমিশন বাৎসরিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। আইনটিকে যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং পক্ষদ্বয়ের স্বার্থ সংরক্ষনের বিয়য়টি প্রাধান্য দিয়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময়,আলোচনাসহ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, উচ্চ আদালতের রায়, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং কমিশনের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার আলোকে সংশোধনী সমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে এ সর্ম্পকে আপনার মূল্যবান মতামত (ডাকযোগে বা ই-মেইলে) প্রেরণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

(এ, এম, জুলফিকার হায়াত)
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা
(যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ)
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা
ফোন : ০২-৯৫৭৩৮৫৫ (অফিস)
ই-মেইল: sro1@lc.gov.bd
julfiker80@yahoo.com

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনীকল্পে আইন কমিশনের সুপারিশঃ

ক্রমিক নং	মূল আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	যৌক্তিকতা
০১	**সংজ্ঞা** ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,- (ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ- (১) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক; (২) Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 26 of 1972) এর অধীন গঠিত ব্যাংক; (৩) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী; (৪) Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত গৃহ নির্মাণ ঋণদান কর্পোরেশন; (৫) Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ; (৬) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O. No. 128 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা; (৭) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;		

	(৮) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক; (৯) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক; (১০) The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act (E. P. Act XVII of 1959) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন; (১১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (১২) International Finance Corporation (IFC); (১৩) Commonwealth Development Corporation (CDC); (১৪) Islamic Development Bank (IDB); (১৫) Asian Development Bank (ADB); (১৬) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); (১৭) International Development Association (IDA); (১৮) কোন আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক। (খ) আদালত বা অর্থ ঋণ আদালত অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ৪ এ উল্লিখিত অধীন প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন আদালত অথবা অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে কোন যুগ্ম-জেলা জজের আদালত। (গ) ঋণ অর্থ- (১) অগ্রিম, ধার, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফট, ব্যাংকিং ক্রেডিট, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;		

	(২) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি, ঋণপত্র বা অন্য কোন আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারী করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে; (৩) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোন ঋণ; এবং (৪) পূর্ববর্তী ক্রমিক (১) হইতে (৩) এ উল্লিখিত ঋণ, বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বৈধভাবে আরোপিত সুদ, দন্ড সুদ বা মুনাফা বা ভাড়া; **(৫) [.. .. ..]** (ঘ) সরকার অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	উপ-ধারা (গ) এর পর (৫) হিসাবে নূতন বিধান সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **"(৫) ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রম বা উভয়ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দ্বারা বৈধ অধিকারের অবৈধ প্রয়োগে বা যোগসাজস প্রসূত বা অবহেলাজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনরুপ আর্থিক ক্ষতি।"**	অনেক সময় দেখা যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার কর্মকর্তা, সি.এন্ড. এফ এজেন্ট, কাস্টমস হাউসের কর্মকর্তা দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা ঋণ আদায়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ডকুমেন্ট নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর্থিক লেনদেন এবং তদসংক্রান্ত বিবাদীর ব্যবসায়িক লেনদেনে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি জড়িত থাকার ফলে তাদের যোগসাজসে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলেও আইনের দুর্বলতার কারনে সেই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পক্ষভুক্ত করা যায়না। এতে পরবর্তীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরন বা অন্য দেওয়ানী মামলা করতে হয়। ফলে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঋণ এর সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে একই মামলায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান একাধিক মামলার ফল পাবে এবং মামলার আধিক্য রোধ করা সম্ভব হবে।

সংজ্ঞা (সংশোধিত):

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ-

(১) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(২) Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 26 of 1972) এর অধীন গঠিত ব্যাংক;

(৩) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী;

(৪) Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত গৃহ নির্মাণ ঋণদান কর্পোরেশন;

(৫) Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(৬) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O. No. 128] of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;

(৭) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972(P.O. No. 129 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;

(৮) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;

(৯) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক;
(১০) The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act (E. P. Act XVII of 1959) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন;
(১১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
(১২) International Finance Corporation (IFC);
(১৩) Commonwealth Development Corporation (CDC);
(১৪) Islamic Development Bank (IDB);
(১৫) Asian Development Bank (ADB);
(১৬) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);
(১৭) International Development Association (IDA);
(১৮) কোন আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক।

(খ) আদালত বা অর্থ ঋণ আদালত অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ৪ এ উল্লিখিত অধীন প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন আদালত অথবা অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে কোন যুগ্ম-জেলা জজের আদালত।

(গ) ঋণ অর্থ-

(১) অগ্রিম, ধার, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফট, ব্যাংকিং ক্রেডিট, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
(২) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি, ঋণপত্র বা অন্য কোন আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারী করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে;
(৩) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোন ঋণ; এবং
(৪) পূর্ববর্তী ক্রমিক (১) হইতে (৩) এ উল্লিখিত ঋণ, বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বৈধভাবে আরোপিত সুদ, দন্ড সুদ বা মুনাফা বা ভাড়া;
[(৫) ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রম বা উভয়ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দ্বারা বৈধ অধিকারের অবৈধ প্রয়োগে বা যোগসাজস প্রসূত বা অবহেলাজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনরুপ আর্থিক ক্ষতি ।]
(ঘ) সরকার অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০২	**বিচার পদ্ধতি** ৬। (৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল ঋণগ্রাহীতার (Principal debtor) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সময়, তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে, উহাদিগকে বিবাদী পক্ষ করিবে; এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রী সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে ও পৃথক পৃথক ভাবে (Jointly and severally) কার্যকর হইবে এবং ডিক্রী জারীর মামলা সকল বিবাদী-দায়িকের বিরদ্ধে একইসাথে পরিচালিত হইবে: **তবে শর্ত থাকে যে,** [.. .. ..] ডিক্রী জারীর মাধ্যমে দাবী আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত প্রথমে মূল ঋণগ্রাহীতা-বিবাদীর এবং অতঃপর যথাক্রমে **তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor)** [ও] **তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party guarantor)** [.. .. ..] এর সম্পত্তি যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে: আরো শর্ত থাকে যে, বাদীর অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রীর দাবী তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) অথবা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) পরিশোধ করিয়া থাকিলে উক্ত ডিক্রী যথাক্রমে তাহাদের অনুকূলে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাহারা মূল ঋণগ্রাহীতার (Principal debtor) বিরদ্ধে উহা প্রয়োগ বা জারী করিতে পারিবেন।	(১) উপ-ধারা (৫) এর **"তবে শর্ত থাকে যে,"** শব্দগুলি ও কমার পর **"অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন"** এবং **"তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party guarantor)"** শব্দগুলি ও বন্ধনী পর **", এবং বিবাদী পক্ষভূক্ত অপরাপর দায়ী ব্যক্তিগন বা প্রতিষ্ঠান"** কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। **(২) "তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor)"** শব্দগুলি ও বন্ধনীর পর **"ও"** শব্দটির পরিবর্তে **"কমা (,)"** চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।	(১) অনেক ক্ষেত্রে মূল ঋণগ্রাহীতা তাহার একমাত্র বসত-বাড়ী বন্ধক রাখেন। সেক্ষেত্রে তাহা নিলাম বিক্রয় Land Reform Ordinance 1984 এর ধারা ৬ দ্বারা বারিত (6. Any land used as a homestead by its owner in the rural area shall be exempted from all legal processes, including seizure, distress, attachment or sale by any officer, Court or any other authority and the owner of such land shall not be divested or dispossessed of the land or evicted therefrom by any means: Provided that nothing in this section shall apply to the acquisition of such homestead under any law.)। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) ঋণের সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। লোন গ্রহীতা ছাড়াও ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রমে বা বন্ধকী মালামাল তসরুফ করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা কর্মকর্তা জড়িত থাকে। উক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত করার বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাদের কৃতকর্মের দায় অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি আকৃষ্ট করা যৌক্তিক।

বিচার পদ্ধতি (সংশোধিত)

৬। (৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল ঋণগ্রাহীতার (Principal debtor) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সময়, তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে, উহাদিগকে বিবাদী পক্ষ করিবে; এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রী সকল বিবাদীর বিরদ্ধে যৌথভাবে ও পৃথক পৃথক ভাবে (Jointly and severally) কার্যকর হইবে এবং ডিক্রী জারীর মামলা সকল বিবাদী-দায়িকের বিরদ্ধে একইসাথে পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, **[অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন]** ডিক্রী জারীর মাধ্যমে দাবী আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত প্রথমে মূল ঋণগ্রাহীতা-বিবাদীর এবং অতঃপর যথাক্রমে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) **[,]** তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party guarantor) **[, এবং বিবাদী পক্ষভূক্ত অপরাপর দায়ী ব্যক্তিগন বা প্রতিষ্ঠান]** এর সম্পত্তি যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, বাদীর অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রীর দাবী তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) অথবা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) পরিশোধ করিয়া থাকিলে উক্ত ডিক্রী যথাক্রমে তাহাদের অনুকূলে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাহারা মূল ঋণগ্রাহীতার (Principal debtor) বিরদ্ধে উহা প্রয়োগ বা জারী করিতে পারিবেন।

০৩	**সমন জারী সম্পর্কিত বিধান** ৭। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাদী আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং **প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে [.. .. ..]** প্রেরণের নিমিত্ত, আরজির সহিত সমন জারীর জন্য সমুদয় তলবনামা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, **তাহা হইলে আদালত [.. .. ..]** উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি একটি স্থানীয় পত্রিকায়, যদি থাকে, এবং আদালত যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান এর অতিরিক্ত হিসাবে বাদী যদি নিজ খরচায় কোন সমন ও নোটিশ বিবাদীর উপর জারী করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আদালত পূর্ববর্তী উপ-ধারায় আদালতের জারীকারক কর্তৃক সমন জারীকরণের প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটির অতিরিক্ত এই ব্যবস্থাটিও কার্যকর করিবে। (৩) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারীর আগাম ব্যবস্থা হিসাবে বাদী আরজি দাখিলের সময় আদালতে আরজির সহিত একটি নমুনা বিজ্ঞাপন দাখিল করিবেন, এবং আদালত পূর্ববর্তী উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী করণীয় হইলে, উক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে, তাৎক্ষণিকভাবে জারীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন। **(৪) [.. .. ..]**	(১) উপ-ধারা (১) এর **"প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে"** শব্দগুলির পর **"এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে"** শব্দগুলি ও বন্ধনী এবং **''তাহা হইলে আদালত''** শব্দগুলির পর **"রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ পরীক্ষান্তে"** শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। (২) উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৪) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **" (৪) বিবাদী কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করিতে হইবে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে বিবাদীর উপর জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।"**	(১) জারী প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর করার জন্য এবং একতরফা শুনানী রোধ করার জন্য। অনেক সময় ডাকযোগে সমন প্রেরন না করেও অখ্যাত পত্রিকায় সমন জারী করার মাধ্যমে মোকদ্দমা একতরফা শুনানীতে নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একতরফা শুনানী রদ রহিত করার জন্য দরখাস্ত করা হয়। বিবাদী-দায়িক ডাক সমন পান নাই, ডাক রশিদ নথিতে নাই বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ফেরত আসে নাই মর্মে অভিযোগ করে থাকেন। আদালতও ডাক সমনের বিষয়ে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং বাদীর শুনানীর ভিত্তিতে পত্রিকায় সমন প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সুতরায় ডাক রশিদ পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আদালতের উপর থাকলে মোকদ্দমায় উভয় পক্ষই সুফল পাবেন এবং মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতা রোধকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। (২) ব্যক্তিগত লোনগ্রহীতা ছাড়া (Personal loan) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন সংগঠন, যেমন-বিজিএমই, বিকেএমই, রিহাব সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির সদস্য হয়ে থাকে। এই সকল সমিতি নিয়মিতভাবে তাদের সাংগাঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রক্রিয়া হিসাবে সংগঠন বা সমিতির মাধ্যমে সমন জারী করা হলে বিবাদীর প্রতি একটা সামাজিক চাপের সৃষ্টি হবে এবং সমন জারী প্রক্রিয়াও ত্বরান্বনিত হবে।

সমন জারী সম্পর্কিত বিধান (সংশোধিত):

৭। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাদী আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে **[এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে]** প্রেরণের নিমিত্ত, আরজির সহিত সমন জারীর জন্য সমুদয় তলবনামা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, তাহা হইলে আদালত **[রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ পরীক্ষান্তে]** উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি একটি স্থানীয় পত্রিকায়, যদি থাকে, এবং আদালত যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান এর অতিরিক্ত হিসাবে বাদী যদি নিজ খরচায় কোন সমন ও নোটিশ বিবাদীর উপর জারী করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আদালত পূর্ববর্তী উপ-ধারায় আদালতের জারীকারক কর্তৃক সমন জারীকরণের প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটির অতিরিক্ত এই ব্যবস্থাটিও কার্যকর করিবে।

(৩) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারীর আগাম ব্যবস্থা হিসাবে বাদী আরজি দাখিলের সময় আদালতে আরজির সহিত একটি নমুনা বিজ্ঞাপন দাখিল করিবেন, এবং আদালত পূর্ববর্তী উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী করণীয় হইলে, উক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন সাপেক্ষে, তাৎক্ষণিকভাবে জারীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন।

[(৪) বিবাদী কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করিতে হইবে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে বিবাদীর উপর জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।]

০৪	**আরজি** ৮। (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আরজি দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করিবে এবং উক্ত আরজিতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উলি-খিত হইবে, যথা:- (ক) বাদীর নাম, ঠিকানা, কর্মস্থল ইত্যাদির বিবরণ; (খ) বিবাদীর নাম, ঠিকানা, কর্মস্থল, **বাসস্থান ইত্যাদির বিবরণ [.. .. ..]**; (গ) দাবীর সহিত সম্পর্কিত সকল ঘটনা; **(গগ) [.. .. ..]** (ঘ) মামলার কারণ উদ্ভবের ঘটনা, স্থান এবং তারিখ; .. .. (৬) আরজিতে একটি দফায়, পক্ষে কার্যকারক হিসাবে কে দায়িত্ব পালন করিবেন, বাদী উহা উল্লেখ করিবে। **[.. .. ..]**	(১) উপ-ধারা (১) এর (খ) বিধান এর **"বাসস্থান ইত্যাদির বিবরণ"** শব্দগুলির পর **"সহ মোবাইল ফোন নাম্বার, ই-মেইল আইডি, ফ্যাক্স নাম্বার ও জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার (যদি থাকে)"** শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর (গ) এর পর নূতন (গগ) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **"(গগ) আর্থিক দায় নিরুপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিবাদীর দায় আরজির তফসিলে পৃথকভাবে বা যৌথভাবে বর্ননা করিতে হইবে;"** (৩) উপ-ধারা (৬) এর পর **"তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় যে যে কর্মকর্তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবে তাহারা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে।"** শর্তটি সন্নিবেশিত হইবে।	(১) যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা। (২) লোন গ্রহীতা ছাড়াও ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রমে বা উভয়ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা কর্মকর্তা জড়িত থাকে। উক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত করার বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক বিবাদীর দায় পৃথকভাবে তফশীলে সন্নিবেশিত করা যুক্তিযুক্ত হবে। (৩) মোকদ্দমা দায়েরের পর সাক্ষ্য পর্যায়ে আসতে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে দেরী হয়। ইতব্যসরে কার্যকারক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে বদলী হয়ে যায় বা চাকুরী ইস্তফা দেয় বা অবসরে যায়। ফলে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বা উচ্চ আদালতে আপীল বা রিভিশনে উভয় পক্ষকে বিভিন্ন সমস্যায় পরতে হয়। বাদী তার প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকর্তাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য মনোনীত করার বিধান মোকদ্দমা পরিচালনাকে আরো সহজতর করবে।
আরজি (সংশোধিত): ৮। (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আরজি দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করিবে এবং উক্ত আরজিতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইবে, যথা:- (ক) বাদীর নাম, ঠিকানা, কর্মস্থল ইত্যাদির বিবরণ; (খ) বিবাদীর নাম, ঠিকানা, কর্মস্থল, বাসস্থান ইত্যাদির বিবরণ [**সহ মোবাইল ফোন নাম্বার, ই-মেইল আইডি, ফ্যাক্স নাম্বার ও জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার (যদি থাকে)**];		

(গ) দাবীর সহিত সম্পর্কিত সকল ঘটনা;

[(গগ) আর্থিক দায় নিরুপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিবাদীর দায় আরজির তফসিলে পৃথকভাবে বর্ননা করিতে হইবে;]

(ঘ) মামলার কারণ উদ্ভবের ঘঁনা, স্থান এবং তারিখ;

.. ..

.. ..

(৬) আরজিতে একটি দফায়, পক্ষে কার্যকারক হিসাবে কে দায়িত্ব পালন করিবেন, বাদী উহা উল্লেখ করিবে। **[“তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় যে যে কর্মকর্তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবে তাহারা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে।”]**

০৫	**আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় জামানত বিক্রয়ঃ** ১২ (৫ক) উপ-ধারা (৫) এর অধীন লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উহার অনুকূলে বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাহার মনোনীত **[প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিস্ট্রেট]**, উক্ত সম্পত্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বন্ধক বা দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে, উহার দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উদ্ধার করিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা, ক্ষেত্রমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিবেন।]	(১) উপ-ধারা (৫ক) এর **"প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিস্ট্রেট"** শব্দগুলির পরিবর্তে **"কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	(২) ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে উপরোক্ত কাজসমূহ নির্বাহী প্রকৃতির কাজ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় জামানত বিক্রয় (সংশোধিত)ঃ

১২ (৫ক) উপ-ধারা (৫) এর অধীন লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উহার অনুকূলে বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাহার মনোনীত **[কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট]**, উক্ত সম্পত্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণর বিপরীতে বন্ধক বা দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে, উহার দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উদ্ধার করিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা, ক্ষেত্রমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিবেন।]

০৬	**মামলার বিচার্য বিষয় গঠন ও নিষ্পত্তি** ১৩। (১) বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিল হওয়ার পরবর্তীতে ধার্য একটি নির্ধারিত তারিখে আদালত উভয় পক্ষকে, যদি উপস্থিত থাকে, শুনানী করিয়া এবং আরজি ও লিখিত বর্ণনা পর্যালোচনা করিয়া মামলার বিচার্য বিষয়, যদি থাকে, গঠন করিবে; এবং যদি বিচার্য বিষয় না থাকে, আদালত অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত তারিখে, কোন বা উভয় পক্ষ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে আদালত, আরজি ও লিখিত বর্ণনা পর্যালোচনা করিয়া মামলার বিচার্য বিষয়, যদি থাকে, গঠন করিবে; এবং, যদি বিচার্য বিষয় না থাকে, আদালত অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিবে। (৩) মামলার যে কোন পর্যায়ে, লিখিত বর্ণনায় কিংবা অন্য কোনভাবে বিবাদী কর্তৃক বাদীর আরজীর বক্তব্য স্বীকৃত হইয়া থাকিলে, এবং উক্তরূপ স্বীকৃতির ভিত্তিতে যেরূপ রায় বা আদেশ পাইতে বাদী অধিকারী, সেরূপ রায় বা আদেশ প্রার্থনা করিয়া বাদী আদালতের নিকট দরখাস্ত করিলে, আদালত, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিদ্যমান অপরাপর বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, উপযুক্ত রায় বা আদেশ প্রদান করিবে। [.. .. ..] (৪) মামলার শুনানীর জন্য ধার্য প্রথম তারিখে অথবা মামলার যে কোন পর্যায়ে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘটনা অথবা আইনগত বিষয়ে কোন বিবাদ নাই, তাহা হইলে, আদালত, অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিয়া মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবে।	(১) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরুপ শর্ত সন্নিবেশিত হইবে- **“ তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আদালত ৭ ধারায় বর্নিত বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালন হইয়াছে কিনা এবং সমন জারী সঠিকভাবে হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করতঃ নিশ্চিত হইয়া আদেশে উল্লেখ পূর্বক রায়/আদেশ প্রদান করিবেন।”**	(১) ত্রুটিপূর্ন একতরফা শুনানী রোধ করার জন্য।
মামলার বিচার্য বিষয় গঠন ও নিষ্পত্তি (সংশোধিত): ১৩। (১) বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিল হওয়ার পরবর্তীতে ধার্য একটি নির্ধারিত তারিখে আদালত উভয় পক্ষকে, যদি উপস্থিত থাকে, শুনানী করিয়া এবং আরজি ও লিখিত বর্ণনা পর্যালোচনা করিয়া মামলার বিচার্য বিষয়, যদি থাকে, গঠন করিবে; এবং যদি বিচার্য বিষয় না থাকে, আদালত অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত তারিখে, কোন বা উভয় পক্ষ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে আদালত, আরজি ও লিখিত বর্ণনা পর্যালোচনা করিয়া মামলার বিচার্য বিষয়, যদি থাকে, গঠন করিবে; এবং, যদি বিচার্য বিষয় না থাকে, আদালত অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিবে।			

(৩) মামলার যে কোন পর্যায়ে, লিখিত বর্ণনায় কিংবা অন্য কোনভাবে বিবাদী কর্তৃক বাদীর আরজীর বক্তব্য স্বীকৃত হইয়া থাকিলে, এবং উক্তরূপ স্বীকৃতির ভিত্তিতে যেরূপ রায় বা আদেশ পাইতে বাদী অধিকারী, সেরূপ রায় বা আদেশ প্রার্থনা করিয়া বাদী আদালতের নিকট দরখাস্ত করিলে, আদালত, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিদ্যমান অপরাপর বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, উপযুক্ত রায় বা আদেশ প্রদান করিবেন। **[তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আদালত ৭ ধারায় বর্নিত বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালন হইয়াছে কিনা এবং সমন জারী সঠিকভাবে হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করতঃ নিশ্চিত হইয়া আদেশে উল্লেখ পূর্বক রায়/আদেশ প্রদান করিবেন ।]**

(৪) মামলার শুনানীর জন্য ধার্য প্রথম তারিখে অথবা মামলার যে কোন পর্যায়ে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘটনা অথবা আইনগত বিষয়ে কোন বিবাদ নাই, তাহা হইলে, আদালত, অবিলম্বে রায় বা আদেশ প্রদান করিয়া মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবে।

০৭	**রায় প্রদান সম্পর্কিত বিধানঃ** ১৬। (১) মামলার সাক্ষ্য সমাপ্ত হইবার পর অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে আদালত রায় প্রদান করিবে, তবে, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে পক্ষ বা পক্ষরা লিখিত যুক্তিতর্ক পেশ করিলে অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে আদালত মৌখিক যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিলে, উক্তরূপ লিখিত যুক্তিতর্ক পেশ কিংবা মৌখিক যুক্তিতর্ক শ্রবণের তারিখ হইতে পরবর্তী অনূর্ধ ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে আদালত রায় প্রদান করিবে। (২) আদালত, প্রদত্ত রায় বা আদেশে, ডিক্রীকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশোধের জন্য দীর্ঘতর সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া না থাকিলে, অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবসের যে কোন একটি সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা পরিশোধের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করিবে। **(৩) [.. .. ..]**	(১) উপ-ধারা (২) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **"(৩) আদালত, প্রদত্ত রায় বা আদেশে, ডিক্রীকৃত অর্থের বিষয়ে প্রত্যেক বিবাদীর দায় পৃথকভাবে যতদুর সম্ভব উল্লেখ করিবেন।"**	(১) লোন গ্রহীতা ছাড়াও ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রমে বা বন্ধকী মালামাল তসরুফ করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা কর্মকর্তা জড়িত থাকে। উক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত করার বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাদের কৃতকর্মের দায় রায়ে উল্লেখ করা যথার্থ হইবে।
রায় প্রদান সম্পর্কিত বিধান (সংশোধিত)ঃ ১৬। (১) মামলার সাক্ষ্য সমাপ্ত হইবার পর অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে আদালত রায় প্রদান করিবে, তবে, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে পক্ষ বা পক্ষরা লিখিত যুক্তিতর্ক পেশ করিলে অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে আদালত মৌখিক যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিলে, উক্তরূপ লিখিত যুক্তিতর্ক পেশ কিংবা মৌখিক যুক্তিতর্ক শ্রবণের তারিখ হইতে পরবর্তী অনূর্ধ ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে আদালত রায় প্রদান করিবে। (২) আদালত, প্রদত্ত রায় বা আদেশে, ডিক্রীকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশোধের জন্য দীর্ঘতর সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া না থাকিলে, অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবসের যে কোন একটি সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা পরিশোধের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করিবে। **[(৩)আদালত, প্রদত্ত রায় বা আদেশে, ডিক্রীকৃত অর্থের বিষয়ে প্রত্যেক বিবাদীর দায় পৃথকভাবে যতদুর সম্ভব উল্লেখ করিবেন।]**			

০৮	**বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি :**	**বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি :** অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর মীমাংসা সভা সংক্রান্তে পূর্বের বিধান কিছুটা সংশোধন করত: (উপ-ধারা ৯) সংযুক্ত করিতে হইবে- **"২১। মীমাংসা সভা (Settlement Conference)।-** **(১) চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতিতে মামলার বিচার বা মীমাংসা সভা শুনানী সম্পর্কিত যে বিধানই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর, আদালত, ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, যথাযথ মনে করিলে, পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া একটি মীমাংসা সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং উক্ত সভায় পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।** **(২) আদালতের বিচারক মীমাংসা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভার স্থান ও কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন; এবং এই ধারার অধীন মীমাংসা সভা গোপনীয় (in camera) হইবে।** **(৩) বিচারক মীমাংসা সভায় পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে বিরোধের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করিয়া মীমাংসায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়াস চালাইবেন, তবে এইরুপ প্রয়াসে তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তাব গ্রহনের জন্য পক্ষদের উপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করিবেন না।**	বর্তমানে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় মামলা নিস্পত্তি হয়না বললেই চলে, যা বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতামতে প্রতিফলিত হয়েছে। বরং পূর্বের মীমাংসা সভার মাধ্যমে কিছু মামলা নিস্পত্তি হতো। কাজেই ২১ ধারার বিধান পুনঃস্থাপিত করা আবশ্যক। **[২১(৯) ধারার সংশোধন সহ]**

		(৪) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ মীমাংসিত হইয়া থাকিলে মীমাংসার শর্তসমূহ চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে সম্পাদনকারী হিসাবে পক্ষগণ এবং সাক্ষী হিসাবে আইনজীবী ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিবেন; অতঃপর আদালতে উহার ভিত্তিতে **The Code of Civil Procedure, 1908** এর আদেশ ২৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিবে। (৫) যেই তারিখ আদালত মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মীমাংসা সভার কার্যক্রম পরিসমাপ্ত করিতে হইবে, যদি না পক্ষগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, বা কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ স্ব-উদ্যোগে, আদালত উক্ত সময়সীমা আরো অনিধিক ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিয়া থাকেন। (৬) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, উক্ত আদালতে যদি না ইতোমধ্যে বিচারক বদলি হইয়া থাকেন, মামলার পরবর্তী শুনানী করা যাইবে না, শুনানীর জন্য উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদলতে মামলাটি স্থানান্তর করিতে হইবে, এবং মীমাংসা সভার সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থান হইতে মামলার শুনানীর কার্যক্রম এমনভাবে শুরু ও পরিচালনা করিতে হইবে যেন এই ধারার অধীনে মীমাংসা সভা বিষয়ে আদৌ কোন কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই। (৭) উপ-ধারা (৬) এর বিধানমতে নির্দিষ্ট মামলাটি উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদালতে স্থানান্তর করা কোন কারণে সম্ভব না হইলে, জেলা জজ, তাঁহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন উপযুক্ত অপর একজন বিচারককে অস্থায়ীভাবে (**on ad-hoc basis**)	

		উক্ত আদালতে উক্ত নির্দিষ্ট মামলাটি শুনানী করার জন্য নিয়োগ করিতে পরিবেন। (৮) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গোপনীয় হইবে এবং পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী, প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন আলোচনা বা পরামর্শ, উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য, প্রদত্ত কোন স্বীকৃতি, বিবৃতি বা মন্তব্য গোপনীয় গণ্য হইবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত ঐ মামলার শুনানীর কোন পর্যায়ে বা অন্য কোন কার্যক্রমে তাহাদের উল্লেখ করা যাইবে না বা সাক্ষ্য হিসাবে উহারা গ্রহণযোগ্য হইবে না। (৯) **The Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870)** এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি এই ধারার অধীন কোন মামলার বিরোধ মীমাংসা সভার মাধ্যমে মীমাংসিত হয়, তাহা হইলে আদালত কোন পক্ষ কর্তৃক আরজি কিংবা লিখিত বর্ণনার উপর প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরত প্রদানের জন্য কালেক্টরকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। কালেক্টর উক্তরুপ আদেশ প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাদীর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে উক্ত কোর্ট ফির অর্থ আদালতে প্রেরন করিবেন। উক্ত ক্রস চেকটি বাদী আদালত হইতে গ্রহন করিবেন। (১০) এই ধারার অধীন মীমাংসা সভার মাধ্যমে সম্পাদিত মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর কোন আদালতে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না। ব্যাখ্যা- এই ধারার অধীন “মীমাংসা সভা” বলিতে আাদালতের বিচারকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাকে বুঝাইবে যেখানে মামলার পক্ষগণ, পক্ষগণের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত	

		থাকিতে পারিবেন এবং বিচারক অনানুষ্ঠানিক, অবাধ্যকর, গোপনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতা ভিত্তিতে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবেন।”	

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (সংশোধিত):

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর মীমাংসা সভা সংক্রান্তে পূর্বের বিধান কিছুটা সংশোধন করত: (উপ-ধারা ৯) সংযুক্ত করিতে হইবে-

“২১। মীমাংসা সভা (Settlement Conference) ।-

(১) চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতিতে মামলার বিচার বা মীমাংসা সভা শুনানী সম্পর্কিত যে বিধানই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর, আদালত, ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, যথাযথ মনে করিলে, পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া একটি মীমাংসা সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং উক্ত সভায় পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) আদালতের বিচারক মীমাংসা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভার স্থান ও কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন; এবং এই ধারার অধীন মীমাংসা সভা গোপনীয় (in camera) হইবে।

(৩) বিচারক মীমাংসা সভায় পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে বিরোধের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করিয়া মীমাংসায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়াস চালাইবেন, তবে এইরুপ প্রয়াসে তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তাব গ্রহনের জন্য পক্ষদের উপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করিবেন না।

(৪) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ মীমাংসিত হইয়া থাকিলে মীমাংসার শর্তসমূহ চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে সম্পাদনকারী হিসাবে পক্ষগণ এবং সাক্ষী হিসাবে আইনজীবী ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিবেন; অতঃপর আদালতে উহার ভিত্তিতে The Code of Civil Procedure, 1908 এর আদেশ ২৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিবে।
(৫) যেই তারিখ আদালত মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মীমাংসা সভার কার্যক্রম পরিসমাপ্ত করিতে হইবে, যদি না পক্ষগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, বা কারণ লিপিবদ্ধ করত: স্ব-উদ্যোগে, আদালত উক্ত সময়সীমা আরো অনিধিক ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিয়া থাকেন।

(৬) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, উক্ত আদালতে যদি না ইতোমধ্যে বিচারক বদলি হইয়া থাকেন, মামলার পরবর্তী শুনানী করা যাইবে না, শুনানীর জন্য উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদলতে মামলাটি স্থানান্তর করিতে হইবে, এবং মীমাংসা সভার সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থান হইতে মামলার শুনানীর কার্যক্রম এমনভাবে শুরু ও পরিচালনা করিতে হইবে যেন এই ধারার অধীনে মীমাংসা সভা বিষয়ে আদৌ কোন কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর বিধানমতে নির্দিষ্ট মামলাটি উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদালতে স্থানান্তর করা কোন কারণে সম্ভব না হইলে, জেলা জজ, তাঁহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন উপযুক্ত অপর একজন বিচারককে অস্থায়ীভাবে (on ad-hoc basis) উক্ত আদালতে উক্ত নির্দিষ্ট মামলাটি শুনানী করার জন্য নিয়োগ করিতে পরিবেন।

(৮) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গোপনীয় হইবে এবং পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী, প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন আলোচনা বা পরামর্শ, উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য, প্রদত্ত কোন স্বীকৃতি, বিবৃতি বা মন্তব্য গোপনীয় গণ্য হইবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত ঐ মামলার শুনানীর কোন পর্যায়ে বা অন্য কোন কার্যক্রমে তাহাদের উল্লেখ করা যাইবে না বা সাক্ষ্য হিসাবে উহারা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৯) The Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি এই ধারার অধীন কোন মামলার বিরোধ মীমাংসা সভার মাধ্যমে মীমাংসিত হয়, তাহা হইলে আদালত কোন পক্ষ কর্তৃক আরজি কিংবা লিখিত বর্ণনার উপর প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরত প্রদানের জন্য কালেক্টরকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। কালেক্টর উক্তরুপ আদেশ প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাদীর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে উক্ত কোর্ট ফির অর্থ আদালতে প্রেরন করিবেন। উক্ত ক্রস চেকটি বাদী আদালত হইতে গ্রহন করিবেন।

(১০) এই ধারার অধীন মীমাংসা সভার মাধ্যমে সম্পাদিত মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর কোন আদালতে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।
ব্যাখ্যা- এই ধারার অধীন "মীমাংসা সভা" বলিতে আাদালতের বিচারকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাকে বুঝাইবে যেখানে মামলার পক্ষগণ, পক্ষগণের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং বিচারক অনানুষ্ঠানিক, অবাধ্যকর, গোপনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতা ভিত্তিতে মামলার বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবেন।"

০৯	**মধ্যস্থতা** ২২। (১) চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতিতে মামলার বিচার বা শুনানী সম্পর্কিত যে বিধানই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর, আদালত, ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, মামলাটি, নিযুক্ত আইনজীবীগণ কিংবা আইনজীবী নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত মামলায় নিযুক্ত আইনজীবীগণ মামলার পক্ষগণের সহিত পরামর্শক্রমে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অপর একজন আইনজীবী, যিনি কোন পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত নহেন, অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেন। (৩) কোন মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়াসের জন্য প্রেরণ করিবার সময় আদালত আইনজীবীগণ ও মধ্যস্থতাকারীর পারিশ্রমিক এবং মধ্যস্থতার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিবেন না; সংশ্লিষ্ট আইনজীবী, পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক ও মধ্যস্থতার পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) পক্ষগণের তথ্যের গোপনীয়তা রৰা করিয়া মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতা কার্যক্রম সমাপ্তির পর একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে সম্পাদনকারী হিসাবে পক্ষগণের স্বাক্ষর, কিংবা, ক্ষেত্রমত, বাম হস্তের বৃদ্ধাংগুলির ছাপ, এবং মধ্যস্থতাকারী ও আইনজীবীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে; তবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, অনুরূপ নিষ্পত্তির শর্তাদি লিখিতভাবে চুক্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।	**(১) ধারা ২২ বিলুপ্ত হইবে।**	(১) বর্তমানে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় মামলা নিস্পত্তি হয়না বললেই চলে, যা বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতামতে প্রতিফলিত হয়েছে। বরং পূর্বের মীমাংসা সভার মাধ্যমে কিছু মামলা নিস্পত্তি হতো।

	(৫) আদালত, যে তারিখে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদেশ প্রদান করিবে, উক্ত তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে, যদি না আদালত উভয় পক্ষ কতৃর্ক লিখিত দরখাস্ত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক স্বীয় উদ্যোগে, উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিয়া থাকে। (৬) উপ-ধারা (১) এর অধীনে মধ্যস্থতার আদেশের ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে পক্ষগণ আদালতকে লিখিতভাবে মধ্যস্থতাকারীর নাম অবহিত করিবেন এবং এই সময়ের মধ্যে পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত একজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিবে। (৭) আদালত উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিবে। (৮) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গোপনীয় হইবে এবং পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী, প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন আলোচনা বা পরামর্শ, উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য, প্রদত্ত কোন স্বীকৃতি, বিবৃতি বা মন্তব্য গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উক্ত মামলার শুনানির কোন পর্যায়ে বা অন্য কোন কার্যক্রমে উহাদের উলে-খ করা যাইবে না বা সাক্ষ্য হিসাবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। (৯) Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি এই ধারার অধীন কোন মামলার বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে আদালত কালেক্টরের নিকট হইতে আরজির উপর প্রদত্ত সমুদয় কোর্ট ফি ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে বাদীর অনুকূলে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে এবং উহার ভিত্তিতে বাদী প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।		

	(১০) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোন মামলার নিষ্পত্তির আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না। (১১) মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইলে আদালত মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পূর্ববর্তী অবস্থান হইতে মামলার শুনানীর কার্যক্রম আরম্ভ করিবে।]		

১০	**জারীর জন্য মামলা দাখিলের সময়সীমা** ২৮। (১) The Limitation Act, 1908 এবং The Code of Civil Procedure, 1908 এ ভিন্নতর যে বিধানই থাকুক না কেন, ডিক্রীদার, আদালতযোগে ডিক্রী বা আদেশ কার্যকর করিতে ইচ্ছা করিলে, ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হওয়ার অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসরের মধ্যে, ধারা ২৯ এর বিধান সাপেক্ষে জারীর জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলা করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের ব্যত্যয়ে, ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের পরবর্তী ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে জারীর জন্য দায়েরকৃত কোন মামলা তামাদিতে বারিত হইবে এবং অনুরূপ তামাদিতে বারিত মামলা আদালত কার্যার্থে গ্রহণ না করিয়া সরাসরি খারিজ করিবে। (৩) জারীর জন্য দ্বিতীয় বা পরবর্তী মামলা, প্রথম বা পূর্ববর্তী জারীর মামলা খারিজ বা নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তী এক বৎসর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দাখিল করা হইলে, উক্ত মামলা তামাদিতে বারিত হইবে; এবং তামাদিতে বারিত অনুরূপ মামলা আদালত কার্যার্থে গ্রহণ না করিয়া সরাসরি খারিজ করিবে। **[(৪) জারীর জন্য কোন নতুন মামলা প্রথম জারীর মামলা দাখিলের পরবর্তী ৬ (ছয়) বত্সর সময় অতিবাহিত হইবার পরে দাখিল করা হইলে, উক্ত মামলা তামাদিতে বারিত হইবে; এবং তামাদিতে বারিত অনুরূপ মামলা আদালত কার্যার্থে গ্রহণ না করিয়া সরাসরি খারিজ করিবে।]**	**(১) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে।**	(১) জারীর জন্য প্রথম মোকদ্দমায় বাদীর দাবীকৃত অর্থ আদায় না হলে বা খারিজ হলে, প্রথম জারীর মামলা দাখিলের ০৬ বৎসরের পর আর কোন জারী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা যাবে না। প্রথম জারীর মোকদ্দমা ০৬ বৎসরের মধ্যে/আগে সমাপ্ত হবার বা সম্পূর্ন অর্থ আদায়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মারাত্মক ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

জারীর জন্য মামলা দাখিলের সময়সীমা(সংশোধিত):

২৮। (১) The Limitation Act, 1908 এবং The Code of Civil Procedure, 1908 এ ভিন্নতর যে বিধানই থাকুক না কেন, ডিক্রীদার, আদালতযোগে ডিক্রী বা আদেশ কার্যকর করিতে ইচ্ছা করিলে, ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হওয়ার অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসরের মধ্যে, ধারা ২৯ এর বিধান সাপেক্ষে জারীর জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের ব্যত্যয়ে, ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের পরবর্তী ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে জারীর জন্য দায়েরকৃত কোন মামলা তামাদিতে বারিত হইবে এবং অনুরূপ তামাদিতে বারিত মামলা আদালত কার্যার্থে গ্রহণ না করিয়া সরাসরি খারিজ করিবে।

(৩) জারীর জন্য দ্বিতীয় বা পরবর্তী মামলা, প্রথম বা পূর্ববর্তী জারীর মামলা খারিজ বা নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তী এক বৎসর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দাখিল করা হইলে, উক্ত মামলা তামাদিতে বারিত হইবে; এবং তামাদিতে বারিত অনুরূপ মামলা আদালত কার্যার্থে গ্রহণ না করিয়া সরাসরি খারিজ করিবে।

১১	**নোটিশ জারী সম্পর্কিত বিধান** ৩০। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিক্রীদার আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং **প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে [.. .. ..]** প্রেরণের নিমিত্ত, জারীর দরখাস্তের সহিত নোটিশ জারীর জন্য সমুদয় তলবানা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, **তাহা হইলে আদালত, [.. .. ..]** উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ জারী করিবার ক্ষেত্রে ডিক্রীদার লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় নোটিশ জারী করাইবে। **(৩) [.. .. ..]**	(১) উপ-ধারা (১) এর **"প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিষ্টীকৃত ডাকযোগে"** শব্দগুলির পর **"এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে"** শব্দগুলি ও বন্ধনী এবং **''তাহা হইলে আদালত''** শব্দগুলির পর **"রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ পরীক্ষান্তে"** শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। (২) উপ-ধারা (২) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **" (৩) দায়িক কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করিতে হইবে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে দায়িকের উপর তাহা জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।"**	(১) দ্রুততার সাথে সমন জারী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। (২) ব্যক্তিগত লোনগ্রহীতা ছাড়া (Personal loan) বিবাদী-দায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন সংগঠন, যেমন-বিজিএমই, বিকেএমই, রিহাব সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির সদস্য হয়ে থাকে। এই সকল সমিতি নিয়মিতভাবে তাদের সাংগাঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এইক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রক্রিয়া হিসাবে সংগঠন বা সমিতির মাধ্যমে সমন জারী করা হলে বিবাদীর প্রতি একটা সামাজিক চাপের সৃষ্টি হবে এবং সমন জারী প্রক্রিয়াও ত্বরান্বনিত হবে।

নোটিশ জারী সম্পর্কিত বিধান (সংশোধিত):

৩০। (১)আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিক্রীদার আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে **[এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে]** প্রেরণের নিমিত্ত, জারীর দরখাস্তের সহিত নোটিশ জারীর জন্য সমুদয় তলবানা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, তাহা হইলে **[রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ পরীক্ষান্তে]**, উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ জারী করিবার ক্ষেত্রে ডিক্রীদার লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় নোটিশ জারী করাইবে।

(৩) [**"দায়িক কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করিতে হইবে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে দায়িকের উপর তাহা জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।"**]

১২	**জারীর কার্যক্রমের স্থগিতাদেশ** ৩১। অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল বা **রিভিশন** [.. .. ..] উচ্চতর আদালতে দায়ের করা হইলে উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জারীর কার্যধারা স্থগিত করিবে না; উচ্চতর আদালত সুস্পষ্টভাবে তদুদ্দেশ্যে স্থগিতাদেশ প্রদান করিলেই কেবল জারীর কার্যধারা তদ্অনুযায়ী স্থগিত থাকিবে।	(১) ধারা ৩১ এর **"রিভিশন"** শব্দের পর **"বা রীট"** শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।	(১) শুধুমাত্র রীট দায়ের করার মাধ্যমেও এই ধারার মর্মার্থ অপব্যাখ্যা করার প্রবনতা রোধ করার জন্য।
জারীর কার্যক্রমের স্থগিতাদেশ (সংশোধিত): ৩১। অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন [**বা রীট**] উচ্চতর আদালতে দায়ের করা হইলে উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জারীর কার্যধারা স্থগিত করিবে না; উচ্চতর আদালত সুস্পষ্টভাবে তদুদ্দেশ্যে স্থগিতাদেশ প্রদান করিলেই কেবল জারীর কার্যধারা তদ্অনুযায়ী স্থগিত থাকিবে।			

১৩	**জারীর বিরুদ্ধে আপত্তি** ৩২। (১) অর্থ ঋণ আদালতের ডিক্রী বা আদেশ হইতে উদ্ভুত জারী মামলায় কোন তৃতীয় পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের বিধানমতে দাবী পেশ করিলে, আদালত প্রাথমিক বিবেচনায় উক্ত দাবী সরাসরি খারিজ না করিলে, ডিক্রীদার অনূর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দায়ের করিয়া শুনানী দাবী করিতে পারিবেন। **[(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের, ১০% এর সমপরিমাণ জামানত বা বন্ড দাখিল করিবে, এবং অনুরূপ জামানত বা বন্ড দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।]** (৩) অর্থ ঋণ আদালত, উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন দাবী বিবেচনার্থ গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত আপত্তি দাখিল হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিবে এবং কোন কারণে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ, উক্ত সময়সীমা অনূর্ধ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি নিষ্পন্ন করিয়া আদালত যদি অবধারণ করিতে পারে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাবী সম্বলিত দরখাস্তটি ডিক্রীদারের পাওনা বিলম্বিত বা প্রতিহত করিবার অসাধু উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আদালত উক্ত দরখাস্ত খারিজ করিবার সময় একই আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত জামানত বা বন্ড বাজেয়াপ্ত করিবে এবং ডিক্রীকৃত টাকা যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, বাজেয়াপ্ত জামানত বা বন্ডের অধীন টাকা একই পদ্ধতিতে আদালত আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করিবে।	(১) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ- **"(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের, ১০% এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ, বা জামানত হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করিবে, এবং অনুরুপ নগদ অর্থ বা জামানত দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।"**	(১) ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশে ১০% এর সমপরিমাণ অর্থ কোন তৃতীয় পক্ষ জামানত হিসাবে না দিয়ে ৩০০/– টাকার স্ট্যাম্পে নিজেরাই একটি বন্ড তৈরী করে আদালতে দাখিল করে। কার্যত ইহা ৩৩ ধারার মর্মার্থর সাথে পরিপূরক নয়। উপরুন্তু উক্তভাবে দাখিতকৃত বন্ড বাজেয়াপ্ত করে অর্থ আদায় করার বিধান অপর একটি প্রক্রিয়ার অবতারনা করে। ১০% এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ, বা জামানত হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করার বিধান অন্য কোন প্রক্রিয়ার সূচন করবেনা। আদালত ক্ষেত্রমত বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদান করত: অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করিতে পারবে।
জারীর বিরুদ্ধে আপত্তি (সংশোধিত): ৩২। (১) অর্থ ঋণ আদালতের ডিক্রী বা আদেশ হইতে উদ্ভুত জারী মামলায় কোন তৃতীয় পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের বিধানমতে দাবী পেশ করিলে, আদালত প্রাথমিক বিবেচনায় উক্ত দাবী সরাসরি খারিজ না করিলে, ডিক্রীদার অনূর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দায়ের করিয়া শুনানী দাবী করিতে পারিবেন।			

[(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের, ১০% এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ, বা জামানত হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করিবে, এবং অনুরুপ নগদ অর্থ বা জামানত দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।]

(৩) অর্থ ঋণ আদালত, উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন দাবী বিবেচনার্থ গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত আপত্তি দাখিল হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিবে এবং কোন কারণে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ, উক্ত সময়সীমা অনূর্ধ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি নিষ্পন্ন করিয়া আদালত যদি অবধারণ করিতে পারে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাবী সম্বলিত দরখাস্তটি ডিক্রীদারের পাওনা বিলম্বিত বা প্রতিহত করিবার অসাধু উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আদালত উক্ত দরখাস্ত খারিজ করিবার সময় একই আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত জামানত বা বন্ড বাজেয়াপ্ত করিবে এবং ডিক্রীকৃত টাকা যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, বাজেয়াপ্ত জামানত বা বন্ডের অধীন টাকা একই পদ্ধতিতে আদালত আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করিবে।

১৪	**নিলাম বিক্রয়** ৩৩। (১) অর্থ ঋণ আদালত ডিক্রী বা আদেশ জারীর সময় কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাদীর খরচে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে অন্যুন ১৫ (পনের) দিবসের সময় দিয়া সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করিবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিবে; এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরত যোগেও উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে। (২) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমান টাকার, জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন। (২ক) দরপত্র সরাসরি নির্দিষ্ট দরপত্র বাক্সে কিংবা রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের **নিকট প্রেরণের মাধ্যমে [.. .. ..]** দাখিল করিতে হইবে। (২খ) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ডিক্রীদার-আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া দায়িকের সুবিধার্থে সময়সীমা বর্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আদালত এই	(১) উপ-ধারা (২ক) এর **“নিকট প্রেরনের মাধ্যমে”** শব্দগুলির পর **“বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রদান স্বাপেক্ষে অন-লাইনে”** শব্দগুলো সন্নিবেশিত হইবে।	(১) দরপত্র দাখিলে অনেকক্ষেত্রে প্রতারনা বা দুর্নীতি হয়ে থাকে। অন-লাইনে দরপত্র দাখিল তা রোধ করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করার বিষয়ে সরকারের একটি অগ্রাধিকার নির্দেশনা রয়েছে।

	উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে। (২গ) ডিক্রীদারের পক্ষে যদি লিখিতভাবে আদালতকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম এবং আদালত যদি উহাতে একমত পোষন করে, তাহা হইলে আদালত, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (২খ) এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করা হইবে, ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করা হইবে, এবং অতঃপর আদালত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উপ-ধারা (২খ) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে **[তাঁহার]** জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে। (৪) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধান অনুসাওে নীলামে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, আদালত পুনরায় কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ২(দুই)টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, উপ-ধারা (১) এর অনুরূপ পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইয়া এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাংগাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরতযোগে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করিবে; এবং বিক্রয় ও বাজেয়াপ্ত বিষয়ে উপ-ধারা (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান অনুসরণ করিবে।	(২) উপ-ধারা (৩) এর **“তাহাঁর”** শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) বিলুপ্ত হইবে।	(২) উক্ত ক্ষেত্রে “তাহাঁর” শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার ব্যাকরন সিদ্ধ নয়।

	(৪ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার ক্ষেত্রে, বাদী লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবে। (৫) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত সম্পত্তি, ডিক্রীকৃত দাবী পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, দখল ও ভোগের অধিকারসহ ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা হইবে, এবং ডিক্রীদার উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অপরিশোধিত ডিক্রীর দাবী আদায় করিতে পারিবে, এবং আদালত ঐ মর্মে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে। (৬) ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত অর্থ বিক্রয় বাবদ আদায় হইলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, এবং বিক্রীকৃত অর্থ ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে। (৬ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রিদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা সত্ত্বেও ডিক্রিদার উক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য কিংবা যুক্তিসংগত আনুমানিক মূল্য বাদ দিয়া, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, জারীর মামলা দায়ের করা যাইবে। (৬খ) এই ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবার ক্ষেত্রে, অনুরূপ ন্যস্ত হইবার ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এর অধীন ডিক্রীদারের পক্ষে আদালতের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যাইবে এবং তাহা না করা হইলে ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই উক্ত		

	সম্পত্তিতে ডিক্রীদারের মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বর্তিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে তৎমর্মে ঘোষণা বা সনদ গ্রহণ করা যাইবে। (৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, ডিক্রীদার, উল্লিখিত সম্পত্তি মালিকানাসত্ত্বে পাইতে আগ্রহী মর্মে আদালতের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিলে, আদালত, উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া, উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতে বিরত থাকিবে; এবং ডিক্রীদারের প্রার্থিতমতে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদানপূর্বক তৎমর্মে একটি সনদপত্র জারী করিবে এবং জারীকৃত এইরূপ সনদপত্র সত্ত্বের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে; এবং আদালত উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসে নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করিবে। (৭ক) উপ-ধারা (৫) বা (৭) এর অধীন সম্পত্তির দখল আদালতযোগে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক হইলে, ডিক্রীদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ডিক্রীদারকে উক্ত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে পারিবে। (৭খ) উপ-ধারা (৭ক) এর অধীন ডিক্রীদারকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার পূর্বে আদালতকে পুনঃ নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তিই আইনানুগভাবে উহার প্রকৃত মালিক কর্তৃক ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে বন্ধক প্রদান করা হইয়াছিল অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে দায়িকের প্রকৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হিসাবে উক্ত সম্পত্তিই ক্রোক করা হইয়াছিল। **(৭গ) [.. .. ..]** **[(৮) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।]**	(৩) উপ-ধারা (৭খ) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭গ) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **"(৭গ) উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসের মৌজা-রেট অনুযায়ী সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত হলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, এবং সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে।"** উপ-ধারা (৮) পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-	(৩) দায়িকের বন্ধককৃত সম্পত্তির মূল্য, যার মালিকানা উপ-ধারা (৭) অনুসারে ডিক্রীদারকে প্রদান করা হয়েছে, তার মূল্য ডিক্রীকৃত অংক অপেক্ষা কম বা বেশী হতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষন করার নিমিত্ত উক্তরুপ সংশোধনী জরুরী।

	(৯) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার অথবা উপ-ধারা (৭) এর অধীনে সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ডিক্রী জারী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।	**"(৮) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র মূলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নামে উল্লিখিত সম্পত্তির নামজারী করিতে পারিবে এবং উক্ত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।"**	(৪) মূল ঋণগ্রাহীতা-বিবাদী বা তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party guarantor) এর সম্পত্তি যাহা সংক্রান্তে বাদী ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েছেন, উক্ত সম্পত্তির রেকর্ড সংশিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্বসূরীদের নামে থাকলে প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান মোতাবেক ডিক্রীদার-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে নামজারী করতে সমস্যা হয়।

নিলাম বিক্রয় (সংশোধিত):

৩৩। (১) অর্থ ঋণ আদালত ডিক্রী বা আদেশ জারীর সময় কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাদীর খরচে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনের) দিবসের সময় দিয়া সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করিবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিবে; এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরত যোগেও উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(২) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমান টাকার, জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।

(২ক) দরপত্র সরাসরি নির্দিষ্ট দরপত্র বাক্সে কিংবা রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে **[বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রদান স্বাপেক্ষে অন-লাইনে]** দাখিল করিতে হইবে।

(২খ) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ডিক্রীদার-আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া দায়িকের সুবিধার্থে সময়সীমা বর্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আদালত এই উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২গ) ডিক্রীদারের পক্ষে যদি লিখিতভাবে আদালতকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম এবং আদালত যদি উহাতে একমত পোষন করে, তাহা হইলে আদালত, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।]

(৩) উপ-ধারা (২খ) এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করা হইবে, ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করা হইবে, এবং অতঃপর আদালত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উপ-ধারা (২খ) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পুর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে **[তাহার]** জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধান অনুসারে] নীলামে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, আদালত পুনরায় কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ২(দুই)টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, উপ-ধারা (১) এর অনুরূপ পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইয়া এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাংগাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরতযোগে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করিবে; এবং বিক্রয় ও বাজেয়াপ্ত বিষয়ে উপ-ধারা (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান অনুসরণ করিবে।

(৪ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার ক্ষেত্রে, বাদী লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবে।

(৫) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসাওে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত সম্পত্তি, ডিক্রীকৃত দাবী পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, দখল ও ভোগের অধিকারসহ ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা হইবে, এবং ডিক্রীদার উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অপরিশোধিত ডিক্রীর দাবী আদায় করিতে পারিবে, এবং আদালত ঐ মর্মে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

(৬) ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত অর্থ বিক্রয় বাবদ আদায় হইলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত্ প্রদান করিতে হইবে, এবং বিক্রীকৃত অর্থ ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে।

৩(৬ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রিদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা সত্বেও ডিক্রিদার উক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য কিংবা যুক্তিসংগত আনুমানিক মূল্য বাদ দিয়া, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, জারীর মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৬খ) এই ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন সমপত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবার ক্ষেত্রে, অনুরূপ ন্যস্ত হইবার ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এর অধীন ডিক্রীদারের পক্ষে আদালতের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যাইবে এবং তাহা না করা হইলে ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই উক্ত সম্পত্তিতে ডিক্রীদারের মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বর্তিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে তৎমর্মে ঘোষণা বা সনদ গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, ডিক্রীদার, উল্লিখিত সম্পত্তি মালিকানাসত্ত্বে পাইতে আগ্রহী মর্মে আদালতের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিলে, আদালত,৩১[উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া], উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতে বিরত থাকিবে; এবং ডিক্রীদারের প্রার্থিতমতে উল্লেখিত সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদানপূর্বক তৎমর্মে একটি সনদপত্র জারী করিবে এবং জারীকৃত এইরূপ সনদপত্র সত্ত্বের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে; এবং আদালত উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসে নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৭ক) উপ-ধারা (৫) বা (৭) এর অধীন সম্পত্তির দখল আদালতযোগে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক হইলে, ডিক্রীদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ডিক্রীদারকে উক্ত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে পারিবে।

(৭খ) উপ-ধারা (৭ক) এর অধীন ডিক্রীদারকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার পূর্বে আদালতকে পুনঃ নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তিই আইনানুগভাবে উহার প্রকৃত মালিক কর্তৃক ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে বন্ধক প্রদান করা হইয়াছিল অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে দায়িকের প্রকৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হিসাবে উক্ত সম্পত্তিই ক্রোক করা হইয়াছিল।

[(৭গ) উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসের মৌজা-রেট অনুযায়ী সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত হলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, এবং সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে।]

[(৮) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র মূলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নামে উল্লিখিত সম্পত্তির নামজারী করিতে পারিবে এবং উক্ত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।]

(৯) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার অথবা উপ-ধারা (৭) এর অধীনে সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ডিক্রী জারী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

১৫	**দেওয়ানী আটকাদেশ** ৩৪। (১) উপ-ধারা (১২) এর বিধান সাপেক্ষে, অর্থ ঋণ আদালত, ডিক্রীদার কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিক্রীর টাকা পরিশোধে বাধ্য করিবার প্রয়াস হিসাবে, দায়িককে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত বিধান, মূল ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর কারণে **[পারিবারিক]** উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী স্থলাভিষিক্ত দায়িক-ওয়ারিশদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। **(২ক)** [.. .. ..] (৩) জারী মামলা কোন কোম্পানী (Company), যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Firm) অথবা অন্য কোন নিগমবদ্ধ সংস্থা (Corporate body) এর বিরুদ্ধে কার্যকর করিতে বিবাদী-দায়িককে দেওয়ানী কারাগারে আটক করা আবশ্যক হইলে, উল্লিখিত কোম্পানী, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বা নিগমবদ্ধ সংস্থা আইন বা বিধি মোতাবেক যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তির (Natural person) সমন্বয়ে গঠিত বলিয়া গণ্য হইবে, সেই সকল ব্যক্তি এককভাবে ও যৌথভাবে দেওয়ানী কারাগারে আটকের জন্য দায়ী হইবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে না যিনি ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহণের পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে উপরি-উল্লিখিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। (৫) উপ-ধারা (১) বা (৩) এর অধীনে দেওয়ানী কারাগারে আটক কোন ব্যক্তি, ডিক্রীর দাবী সম্পূর্ণরুপে পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অথবা ৬ (ছয়) মাসের সময়সীমা অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত, যাহা পূর্বে হয়, দেওয়ানী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবে	(১) উপ-ধারা (২) এর **"মৃত্যুর কারণে"** শব্দের পর **"পারিবারিক"** শব্দটি বিলুপ্ত হইবে। (২) উপ-ধারা (২) এর পর নূতন উপ-ধারা (২ক) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ- **"আদালত মৃত দায়িক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশদেরকে তাহার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরন আদালতে দাখিলের নির্দেশ দিবেন, এবং ওয়ারিশগন যদি মিথ্যা বিবরন দাখিল করেন বা দায়িকের ঋণ হিসাব সমন্বয় না করতঃ সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, সেক্ষেত্রে ডিক্রীদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজ্জু করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।"**	(১) উত্তরাধিকার শব্দের আগে পারিবারিক শব্দটি বাহুল্য শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। (২) ঋণগ্রহীতা ঋণ এর অর্থ দ্বারা তার ওয়ারিশগনের (নাবালক বা সাবালক) নামে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করলে সেই সম্পত্তি মোকদ্দমার আওতায় আনা উচিত।

	না, এবং ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার সংগে সংগে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কারাগার হইতে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করিবে। (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, দেওয়ানী কারাগারে আটক দায়িক যদি ডিক্রীদারের অপরিশোধিত পাওনার ২৫% এর সমপরিমাণ অর্থ নগদ পরিশোধ করিয়া এই মর্মে বন্ড প্রদান করেন যে, তিনি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করিবেন, তবে সেক্ষেত্রে আদালত দায়িককে মুক্তি প্রদান করিবে। (৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত বন্ডের শর্ত মোতাবেক যদি দায়িক অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি পুনরায় গ্রেফতার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক হইতে দায়ী থাকিবেন, এবং এইরূপ দেওয়ানী কারাগারে পুনরায় আটকাদেশ হইলে, উহা ছয় মাস পর্যন্ত বহালযোগ্য নতুন আটকাদেশ হিসাবে গণ্য হইবে। (৮) এই আইনের অধীনে দেওয়ানী কারাগারে আটককৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ খরচ সরকার কর্তৃক বিচারাধীন আসামীর অনুরূপ খরচের ন্যায় বহন করা হইবে, এবং পরবর্তীকালে সরকার ডিক্রীদারের নিকট হইতে সরকারী পাওনা হিসাবে উক্ত খরচের অর্থ আদায় করিতে পারিবে, এবং ডিক্রীদার দায়িকের নিকট হইতে মামলার খরচ বাবদ উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবে। (৯) এই ধারার অধীনে আদালত কোন দায়িককে দেওয়ানী কারাগারে আটক করার আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না তত্পূর্বে অন্ততঃ একটি নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে আদায় হইয়া থাকে। (১০) যদি কোন কারণে উপ-ধারা (৯) এর অধীন একটিও নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে দায়িককে সরাসরি গ্রেফতার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যাইবে।		

	(১১) ১৮ (আঠার) বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে ডিক্রী কার্যকর করার নিমিত্ত গ্রেফতার এবং দেওয়ানী কারাগারে আটক করা বা রাখা যাইবে না। (১২) এই আইনের অধীনে কোন ডিক্রী বা আদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জারী মামলায়, জারী মামলার সংখ্যা একাধিক হইলেও, কোন একজন দায়িককে গ্রেফতার করিয়া পরিপূর্ণ মেয়াদের জন্য একবার দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখা হইলে, তাহাকে পুনর্বার গ্রেফতার করা ও দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যাইবে না। (১৩) এই ধারার অধীনে কোন দায়িককে আংশিক বা পূর্ণ মেয়াদের জন্য দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার কারণে তিনি দেনার দায় হইতে মুক্ত গণ্য হইবেন না, এবং এই আইনের অধীন নির্ধারিত তামাদি দ্বারা বারিত না হইলে, তাহার বিরুদ্ধে নতুন করিয়া জারী মামলা দায়ের করা যাইবে।		

দেওয়ানী আটকাদেশ (সংশোধিত):

৩৪। (১) উপ-ধারা (১২) এর বিধান সাপেক্ষে, অর্থ ঋণ আদালত, ডিক্রীদার কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিক্রীর টাকা পরিশোধে বাধ্য করিবার প্রয়াস হিসাবে, দায়িককে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত বিধান, মূল ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর কারণে [.. .. ..] উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী স্থলাভিষিক্ত দায়িক-ওয়ারিশদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

[(২ক) আদালত মৃত দায়িক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশদেরকে তাহার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরন আদালতে দাখিলের নির্দেশ দিবেন, এবং ওয়ারিশগন যদি মিথ্যা বিবরন দাখিল করেন বা দায়িকের ঋণ হিসাব সমন্বয় না করত: সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, সেক্ষেত্রে ডিক্রীদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজ্জু করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।]

(৩) জারী মামলা কোন কোম্পানী (Company), যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Firm) অথবা অন্য কোন নিগমবদ্ধ সংস্থা (Corporate body) এর বিরুদ্ধে কার্যকর করিতে বিবাদী-দায়িককে দেওয়ানী কারাগারে আটক করা আবশ্যক হইলে, উল্লিখিত কোম্পানী, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বা নিগমবদ্ধ সংস্থা আইন বা বিধি মোতাবেক যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তির (Natural person) সমন্বয়ে গঠিত বলিয়া গণ্য হইবে, সেই সকল ব্যক্তি এককভাবে ও যৌথভাবে দেওয়ানী কারাগারে আটকের জন্য দায়ী হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে না যিনি ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণের পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে উপরি- উল্লিখিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

(৫) উপ-ধারা (১) বা (৩) এর অধীনে দেওয়ানী কারাগারে আটক কোন ব্যক্তি, ডিক্রীর দাবী সর্ম্পূণরূপে পরিশোধ না করা পর্যন্ড়, অথবা ৬ (ছয়) মাসের সময়সীমা অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত, যাহা পূর্বে হয়, দেওয়ানী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবে না, এবং ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার সংগে সংগে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কারাগার হইতে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, দেওয়ানী কারাগারে আটক দায়িক যদি ডিক্রীদারের অপরিশোধিত পাওনার ২৫% এর সমপরিমাণ অর্থ নগদ পরিশোধ করিয়া এই মর্মে বন্ড প্রদান করেন যে, তিনি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করিবেন, তবে সেক্ষেত্রে আদালত দায়িককে মুক্তি প্রদান করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত বন্ডের শর্ত মোতাবেক যদি দায়িক অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি পুনরায় গ্রেফতার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক হইতে দায়ী থাকিবেন, এবং এইরূপ দেওয়ানী কারাগারে পুনরায় আটকাদেশ হইলে, উহা ছয় মাস পর্যন্ড় বহালযোগ্য নতুন আটকাদেশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) এই আইনের অধীনে দেওয়ানী কারাগারে আটককৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ খরচ সরকার কর্তৃক বিচারাধীন আসামীর অনুরূপ খরচের ন্যায় বহন করা হইবে, এবং পরবর্তীকালে সরকার ডিক্রীদারের নিকট হইতে সরকারী পাওনা হিসাবে উক্ত খরচের অর্থ আদায় করিতে পারিবে, এবং ডিক্রীদার দায়িকের নিকট হইতে মামলার খরচ বাবদ উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

(৯) এই ধারার অধীনে আদালত কোন দায়িককে দেওয়ানী কারাগারে আটক করার আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না তত্পূর্বে অন্ততঃ একটি নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে আদায় হইয়া থাকে।

(১০) যদি কোন কারণে উপ-ধারা (৯) এর অধীন একটিও নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে দায়িককে সরাসরি গ্রেফতার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যাইবে।

(১১) ১৮ (আঠার) বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে ডিক্রী কার্যকর করার নিমিত্ত গ্রেফতার এবং দেওয়ানী কারাগারে আটক করা বা রাখা যাইবে না।

(১২) এই আইনের অধীনে কোন ডিক্রী বা আদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জারী মামলায়, জারী মামলার সংখ্যা একাধিক হইলেও, কোন একজন দায়িককে গ্রেফতার করিয়া পরিপূর্ণ মেয়াদের জন্য একবার দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখা হইলে, তাহাকে পুনর্বার গ্রেফতার করা ও দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যাইবে না।

(১৩) এই ধারার অধীনে কোন দায়িককে আংশিক বা পূর্ণ মেয়াদের জন্য দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার কারণে তিনি দেনার দায় হইতে মুক্ত গণ্য হইবেন না, এবং এই আইনের অধীন নির্ধারিত তামাদি দ্বারা বারিত না হইলে, তাহার বিরুদ্ধে নতুন করিয়া জারী মামলা দায়ের করা যাইবে।

১৬	**আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান** ৪১। (১) মামলার কোন পক্ষ, কোন অর্থ ঋণ আদালতের আদেশ বা ডিক্রী দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, **[যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে]** উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে **[হাইকোর্ট বিভাগে, এবং যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা তদ্‌অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে]** জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।] (২) আপীলকারী, ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণের **[৫০%]** এর সমপরিমাণ টাকা বাদীর দাবীর আংশিক স্বীকৃতিস্বরূপ নগদ ডিক্রীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, অথবা বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে, জামানতস্বরূপ ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমা করিয়া উক্তরূপ জমার প্রমাণ দরখাস্ত বা আপীলের মেমোর সহিত আদালতে দাখিল না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল কার্যার্থে গৃহীত হইবে না। (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, বিবাদী-দায়িক ইতিমধ্যে ১৯(৩) ধারার বিধান মতে ১০% (দশ শতাংশ) পরিমাণ টাকা নগদ অথবা জামানত হিসাবে জমা করিয়া থাকিলে, অত্র ধারার অধীনে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উক্ত ১০% (দশ শতাংশ) টাকা উপরি-উল্লিখিত **[৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)]** টাকা হইতে বাদ হইবে। (৪) উপরি- উল্লিখিত বিধানাবলী সত্ত্বেও, বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে কোন আপীল দায়ের করিলে, উহাকে উপরি- উল্লিখিত মতে কোন টাকা বা জামানত জমা দান করিতে হইবে না। (৫) জেলা জজ কোন আপীল গ্রহণ করা মাত্রই লিখিতভাবে উল্লেখ করিবেন যে, তিনি নিজেই উক্ত আপীল শুনানী করিবেন কি না, এবং তিনি নিজে উক্ত আপীল শুনানী না	(১) উপ-ধারা (১) এর **‘‘যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে”** এবং **”হাইকোর্ট বিভাগে, এবং যদি ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা তদ্‌অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে”** শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি এবং কমগুলি বিলুপ্ত হইবে। (২) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর **“৫০%” এবং ”৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)”** সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে **“৩৪% (চৌত্রিশ শতাংশ)”** সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	(১) হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা ব্যয়বহুল এবং চূড়ান্ত শুনানীতে প্রচুর সময় প্রয়োজন। জেলা জজের এখতিয়ার বৃদ্ধির ফলে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে এবং নিস্পত্তি বাড়বে। (২) দায়িকের দায় কমানোর উদ্দেশ্যে।

	করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, অনতিবিলম্বে উক্ত আপীলটি শুনানীর জন্য তাহার অধিক্ষেত্রের অধীন কোন একজন অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট, যদি থাকে, প্রেরণ করিবেন; এবং কোন অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকিলে, জেলা জজ নিজেই উক্ত আপীল শ্রবণ করিবেন। (৬) আপীল আদালত, আপীল গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে, এবং ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।		

আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান (সংশোধিত):

৪১। (১) মামলার কোন পক্ষ, কোন অর্থ ঋণ আদালতের আদেশ বা ডিক্রী দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, [.. .. ..] উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে [.. .. ..] জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীলকারী, ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণের **[৩৪% (চৌত্রিশ শতাংশ)]** এর সমপরিমাণ টাকা বাদীর দাবীর আংশিক স্বীকৃতিস্বরূপ নগদ ডিক্রীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, অথবা বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে, জামানতস্বরূপ ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমা করিয়া উক্তরূপ জমার প্রমাণ দরখাস্ড় বা আপীলের মেমোর সহিত আদালতে দাখিল না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল কার্যার্থে গৃহীত হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও, বিবাদী-দায়িক ইতিমধ্যে ১৯(৩) ধারার বিধান মতে ১০% (দশ শতাংশ) পরিমাণ টাকা নগদ অথবা জামানত হিসাবে জমা করিয়া থাকিলে, অত্র ধারার অধীনে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উক্ত ১০% (দশ শতাংশ) টাকা উপরি-উলি-খিত **[৩৪% (চৌত্রিশ শতাংশ)]** টাকা হইতে বাদ হইবে।

(৪) উপরি- উল্লিখিত বিধানাবলী সত্ত্বেও, বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে কোন আপীল দায়ের করিলে, উহাকে উপরি- উল্লিখিত মতে কোন টাকা বা জামানত জমা দান করিতে হইবে না।

(৫) জেলা জজ কোন আপীল গ্রহণ করা মাত্রই লিখিতভাবে উল্লেখ করিবেন যে, তিনি নিজেই উক্ত আপীল শুনানী করিবেন কি না, এবং তিনি নিজে উক্ত আপীল শুনানী না করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, অনতিবিলম্বে উক্ত আপীলটি শুনানীর জন্য তাহার অধিক্ষেত্রের অধীন কোন একজন অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট, যদি থাকে, প্রেরণ করিবেন; এবং কোন অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকিলে, জেলা জজ নিজেই উক্ত আপীল শ্রবণ করিবেন।

(৬) আপীল আদালত, আপীল গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে, এবং ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।			

১৭	**রিভিশন দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান** ৪২। (১) **[কোন আদালত,]** আপীলে প্রদত্ত রায় বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন রিভিশনের দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না, যদি না দরখাস্কারী, আপীল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বা বহালকৃত ডিক্রীর টাকার ৭৫% এর সমপরিমাণ টাকা, আপীল দায়ের কালে দাখিলকৃত **[৫০%]** টাকাসমেত, উক্ত পরিমাণ টাকার স্বীকৃতি স্বরূপে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, অথবা বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে জামানত স্বরূপে ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য অন্য কোন বিনিময়ে দলিল (Negotiable Instrument) আকারে ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমা করিয়া উক্তরূপ জমার প্রমাণ দরখাস্তের সহিত আদালতে দাখিল করেন। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে রিভিশন দায়ের করিলে, উহাকে উপরি-উল্লিখিত মতে কোন টাকা বা জামানত জমা বা দাখিল করিতে হইবে না। (৩) **[উচ্চতর আদালত,]** রিভিশনের দরখাস্ত গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে, এবং ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে রিভিশন নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত **[, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক,]** উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।	(১) উপ-ধারা (১) এর **"কোন আদালত,"** শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে **"হাইকোর্ট বিভাগ"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং **"৫০%"** সংখ্যাটি বিলুপ্ত হইবে। উপ-ধারা (৩) এর প্রারম্ভে **"উচ্চতর আদালত,"** শব্দগুলির পরিবর্তে **"হাইকোর্ট বিভাগ"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং **'',লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক,"** কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।	(১) ধারা ৪১ এ পরিবর্তন আনার ফলে উক্ত ধারায় পরিবর্তন আনা আবশ্যক।

রিভিশন দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান (সংশোধিত):

৪২। (১) **[হাইকোর্ট বিভাগ]** আপীলে প্রদত্ত রায় বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন রিভিশনের দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না, যদি না দরখাস্থকারী, আপীল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বা বহালকৃত ডিক্রীর টাকার ৭৫% এর সমপরিমাণ টাকা, আপীল দায়ের কালে দাখিলকৃত [.. .. ..] টাকাসমেত, উক্ত পরিমাণ টাকার স্বীকৃতি স্বরূপে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, অথবা বাদীর দাবী স্বীকার না করিলে জামানত স্বরূপে ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য অন্য কোন বিনিময়ে দলিল (Negotiable Instrument) আকারে ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমা করিয়া উক্তরূপ জমার প্রমাণ দরখাস্থের সহিত আদালতে দাখিল করেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে রিভিশন দায়ের করিলে, উহাকে উপরি- উল্লিখিত মতে কোন টাকা বা জামানত জমা বা দাখিল করিতে হইবে না।

(৩) **[হাইকোর্ট বিভাগ]** রিভিশনের দরখাস্ত গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে, এবং ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে রিভিশন নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত **[.. .. ..]** উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।

১৮	**<u>সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল</u>** ৪৩। এই আইনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক **[আপীল বা]** রিভিশনে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল দায়েরের জন্য ঋণ গ্রহীতা-বিবাদীকে আপীল বিভাগ অনুমতি প্রদান করার ক্ষেত্রে, সংগত মনে করিলে, ৪২(১) ধারার অনুরূপ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকার অপরিশোধিত অবশিষ্টাংশের যে কোন পরিমাণ টাকা নগদ বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অথবা জামানতস্বরূপ ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমাদান করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।	(১) ধারা ৪৩ এর **"আপীল বা"** শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।	(১) ধারা ৪১ এ পরিবর্তন আনার ফলে উক্ত ধারায় পরিবর্তন আনা আবশ্যক।
	<u>সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল (সংশোধিত):</u> ৩। এই আইনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক **[.. .. ..]** রিভিশনে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল দায়েরের জন্য ঋণ গ্রহীতা-বিবাদীকে আপীল বিভাগ অনুমতি প্রদান করার ক্ষেত্রে, সংগত মনে করিলে, ৪২(১) ধারার অনুরূপ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকার অপরিশোধিত অবশিষ্টাংশের যে কোন পরিমাণ টাকা নগদ বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অথবা জামানতস্বরূপ ডিক্রী প্রদানকারী আদালতে জমাদান করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।		

১৯	**আপীল বা রিভিশনের পর্যায়ে মধ্যস্থতা** ৪৪ক। (১) ৭ম পরিচ্ছেদের অধীন আপীল বা রিভিশন কার্যক্রম অব্যাহত থাকার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণ মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপীল বা রিভিশন মামলার বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি করিয়া আদালতকে অবহিত করিতে পারিবে। **[(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।]** (৩) আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন অবহিত হইলে এবং নিষ্পত্তির বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত আপীল বা রিভিশন মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিয়া আদেশ প্রদান করিবে।	(১) উপধারা (২) এর পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ- **"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure 1908 (১৯০৮ সনের ০৫ নং আইন) এর আদেশ ২৩ এর বিধি ০২ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"**	(১) ধারা ২২ বিলুপ্ত করার ফলে উক্ত ধারায় পরিবর্তন আনা আবশ্যক।

আপীল বা রিভিশনের পর্যায়ে মধ্যস্থতা (সংশোধিত):

৪৪ক। (১) ৭ম পরিচ্ছেদের অধীন আপীল বা রিভিশন কার্যক্রম অব্যাহত থাকার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণ মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপীল বা রিভিশন মামলার বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি করিয়া আদালতকে অবহিত করিতে পারিবে।

[(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure 1908 (১৯০৮ সনের ০৫ নং আইন) এর আদেশ ২৩ এর বিধি ০২ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।]

(৩) আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন অবহিত হইলে এবং নিষ্পত্তির বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত আপীল বা রিভিশন মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিয়া আদেশ প্রদান করিবে।

২০	**সুদ, মুনাফা সম্পর্কিত বিধান** ৫০। (১) ধারা ৪৭ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কোন আদালত, ঋণ প্রদানের দিবস হইতে মামলা দায়েরের দিবস পর্যন্ত সময়কালে কোন ঋণের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত সুদ, বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা বা ভাড়া হ্রাস, মাফ বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে না। (২) অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিবাদী-দায়িক পক্ষ কোন আপীল, রিভিশন, আপীল বিভাগে আপীল বা অন্য কোনরূপ দরখাস্ত কোন উচ্চতর আদালতে দায়ের না করিলে, মামলা দায়েরের দিবস হইতে ডিক্রীর টাকা আদায় হইবার দিবস পর্যন্ত সময়ের জন্য ডিক্রীকৃত টাকার উপর **[১২% (বার শতাংশ)]** বার্ষিক সরল হারে, কোন আপীল, রিভিশন বা অন্য কোন দরখাস্ত কোন উচ্চতর আদালতে দায়ের করিলে পূর্বোক্ত সময়কালের জন্য **[১৬% (ষোল শতাংশ)]**বার্ষিক সরল হারে, এবং আপীল বা উচ্চতর আদালতের ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করিলে, পূর্বোক্ত সময়কালের জন্য **[১৮% (আঠার শতাংশ)]** বার্ষিক সরল হারে, উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সুদ, বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আরোপিত হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও উচ্চতর আদালত আপীল, রিভিশন, আপীল বিভাগে আপীল বা অন্য কোন দরখাস্তে আপীলকৃত বা বিতর্কিত ডিক্রী বা আদেশের গুণগত পরিবর্তন করিয়া কোন আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিলে, উক্ত আদালত, উপরি-উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বর্ধিত সুদ বা মুনাফার হার আপীল বা দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। (৪) এই ধারার পূববর্তী উপ-ধারাসমূহে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪১ ও ৪২ এর বিধান অনুযায়ী বিবাদী-দায়িক কতৃর্ক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা করিয়া উচ্চতর আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বিবাদী-দায়িক অনুরূপ নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা না করিয়া নিম্ন আদালতের আদেশ বা ডিক্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে	(১) উপ-ধারা (২) এর **“১২% (বার শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **“১০% (দশ শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি; **“১৬% (ষোল শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **“১২% (বোর শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি এবং **”১৮% (আঠার শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **“১৪% (চৌদ্দ শতাংশ)”** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	(১) দায়িকের আর্থিক দায় কমানোর উদ্দেশ্যে।

	তর্কিত করিয়া হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন দায়ের করেন এবং উক্ত রীট আবেদন হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কতৃর্ক খারিজ হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের জন্য ২৫% বার্ষিক সরল হারে সুদ বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আরোপিত হইবে।		

সুদ, মুনাফা সম্পর্কিত বিধান (সংশোধিত):

৫০। (১) ধারা ৪৭ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কোন আদালত, ঋণ প্রদানের দিবস হইতে মামলা দায়েরের দিবস পর্যন্ত সময়কালে কোন ঋণের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত সুদ, বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা বা ভাড়া হ্রাস, মাফ বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে না।

(২) অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিবাদী-দায়িক পক্ষ কোন আপীল, রিভিশন, আপীল বিভাগে আপীল বা অন্য কোনরূপ দরখাস্ত কোন উচ্চতর আদালতে দায়ের না করিলে, মামলা দায়েরের দিবস হইতে ডিক্রীর টাকা আদায় হইবার দিবস পর্যন্ত সময়ের জন্য ডিক্রীকৃত টাকার উপর **[১০% (দশ শতাংশ)]** বার্ষিক সরল হারে, কোন আপীল, রিভিশন বা অন্য কোন দরখাস্ড় কোন উচ্চতর আদালতে দায়ের করিলে পূর্বোক্ত সময়কালের জন্য **[১২% (বার শতাংশ)]**বার্ষিক সরল হারে, এবং আপীল বা উচ্চতর আদালতের ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করিলে, পূর্বোক্ত সময়কালের জন্য **[১৪% (চৌদ্দ শতাংশ)]** বার্ষিক সরল হারে, উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সুদ, বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আরোপিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও উচ্চতর আদালত আপীল, রিভিশন, আপীল বিভাগে আপীল বা অন্য কোন দরখাস্তে আপীলকৃত বা বিতর্কিত ডিক্রী বা আদেশের গুণগত পরিবর্তন করিয়া কোন আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিলে, উক্ত আদালত, উপরি-উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বর্ধিত সুদ বা মুনাফার হার আপীল বা দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার পূববর্তী উপ-ধারাসমূহে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪১ ও ৪২ এর বিধান অনুযায়ী বিবাদী-দায়িক কতৃর্ক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা করিয়া উচ্চতর আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বিবাদী-দায়িক অনুরূপ নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা না করিয়া নিম্ন আদালতের আদেশ বা ডিক্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তর্কিত করিয়া হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন দায়ের করেন এবং উক্ত রীট আবেদন হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কতৃর্ক খারিজ হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এ উলি-খিত সময়ের জন্য ২৫% বার্ষিক সরল হারে সুদ বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আরোপিত হইবে।

২১	**অর্থ ঋণ আদালতের অবমাননা** ৫২। (১) একজন ব্যক্তি অর্থ ঋণ আদালত অবমাননার জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি আইনসংগত ওজর ব্যতিরেকে- (ক) আদালতের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; (খ) আদালতের বিচার কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটান; (গ) আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এমন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, যে উত্তর প্রদান করিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য; অথবা (ঘ) আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শপথ গ্রহণপূর্বক কোন সত্য ঘটনা বিবৃত করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আদালত অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে আদালত অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদালত অবমাননার দায়ে অনুর্ধ্ব [**১০০০ (এক হাজার)**] টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে অনুর্ধ্ব [**১০ (দশ)**] দিবস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।	(১) উপ-ধারা (২) এর **"১,০০০ (এক হাজার) টাকা"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"১০,০০০ (দশ হাজার)"**সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি এবং **"১০ (দশ)"** সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে **"৩০ (ত্রিশ)"** সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।	(১) অপরাধের সাথে সাজা সাজুজ্যতা রাখা।
	অর্থ ঋণ আদালতের অবমাননা (সংশোধিত): ৫২। (১) একজন ব্যক্তি অর্থ ঋণ আদালত অবমাননার জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি আইনসংগত ওজর ব্যতিরেকে- (ক) আদালতের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; (খ) আদালতের বিচার কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটান; (গ) আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এমন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, যে উত্তর প্রদান করিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য; অথবা (ঘ) আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শপথ গ্রহণপূর্বক কোন সত্য ঘটনা বিবৃত করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আদালত অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্থ হইলে আদালত অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদালত অবমাননার দায়ে অনুর্ধ্ব **[১০,০০০ (দশ হাজার)]** টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে অনুর্ধ্ব **[৩০ (ত্রিশ)]** দিবস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।		

২২	**জামানতের অর্থ ব্যবহার, ফেরত, ইত্যাদি** ৫৬। (১) মামলা নিষ্পত্তি হইবার পর আদালত, বিবাদী-দায়িক কর্তৃক ধারা [১৯(৩),] ৪১(২) অথবা ৪২ এর অধীনে ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য বিনিময় দলিল আকারে প্রদত্ত জামানত অর্থ ডিক্রীর দাবী পূরণার্থে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিবে, এবং ডিক্রীর দাবী পূরণের পর কোন অর্থ অবশিষ্ট **থাকিলে উহা দায়িককে** [.. .. ..] ফেরত প্রদান করিবে। (২) উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত বিবাদীর অনুকূলে প্রদত্ত হইবার কারণে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য বিনিময় দলিল আকারে প্রদত্ত জামানত বা অনুরূপ জামানতের অর্থ বিবাদীকে ফেরত প্রদান করা আবশ্যক হইলে, আদালত, অনতিবিলম্বে তৎমর্মে আদেশ প্রদান করিবে। (৩) বিবাদী, উচ্চতর আদালতের রায় বা আদেশের কারণে, তাহার কর্তৃক ইতোমধ্যে নগদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত অথবা ধারা ১৯(৩), ৪১(২) বা ৪২ এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমাকৃত অর্থ, বা উহার অংশ বিশেষ, ফেরত পাইতে আইনতঃ অধিকারী হইলে, অনুরূপ উচ্চতর আদালত, বিবাদী যাহাতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে উহা ফেরত পাইতে পারেন, তৎমর্মে আদেশ প্রদান করিবে।	(১) উপ-ধারা (১) এ **"১৯(৩),"** সংখ্যা, বন্ধনীও কমার পর **"৩২,"** এবং **"থাকিলে উহা দায়িককে"** শব্দগুলির পর **",ক্ষেত্রমত তৃতীয় পক্ষকে"** কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।	(১) ধারা ৩২ এ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক দাবী পেশের সময় প্রদত্ত জামানতের টাকার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নাই।

জামানতের অর্থ ব্যবহার, ফেরত, ইত্যাদি (সংশোধিত):

৫৬। (১) মামলা নিষ্পত্তি হইবার পর আদালত, বিবাদী-দায়িক কর্তৃক ধারা ১৯(৩), **[৩২],** ৪১(২) অথবা ৪২ এর অধীনে ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য বিনিময় দলিল আকারে প্রদত্ত জামানত অর্থ ডিক্রীর দাবী পূরণার্থে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিবে, এবং ডিক্রীর দাবী পূরণের পর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে উহা দায়িককে [**,ক্ষেত্রমত তৃতীয় পক্ষকে**] ফেরত প্রদান করিবে।

(২) উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ড় বিবাদীর অনুকূলে প্রদত্ত হইবার কারণে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা নগদায়নযোগ্য বিনিময় দলিল আকারে প্রদত্ত জামানত বা অনুরূপ জামানতের অর্থ বিবাদীকে ফেরত প্রদান করা আবশ্যক হইলে, আদালত, অনতিবিলম্বে তৎমর্মে আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) বিবাদী, উচ্চতর আদালতের রায় বা আদেশের কারণে, তাহার কর্তৃক ইতোমধ্যে নগদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত অথবা ধারা ১৯(৩), ৪১(২) বা ৪২ এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমাকৃত অর্থ, বা উহার অংশ বিশেষ, ফেরত পাইতে আইনতঃ অধিকারী হইলে, অনুরূপ উচ্চতর আদালত, বিবাদী যাহাতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে উহা ফেরত পাইতে পারেন, তত্মর্মে আদেশ প্রদান করিবে।

২৪	**<u>নূতন ধারাঃ</u>**	**এই মর্মে নূতন ধারা সংযোজিত হইবে, যথাঃ-** **“৫৭ক। ক্ষেত্রমত তৃতীয় পক্ষকে মোকদ্দমায় শ্রেণীভুক্তকরন।-** **(১) যদি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রমতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ সংক্রান্ত কোন দলিল প্রস্তুতে প্রতারনার আশ্রয় নেন, তবে তাহা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে এবং আদালত উক্ত কর্মকর্তা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এই সংক্রান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজ্জু করার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন ফৌজদারী আদালতে প্রেরন করিবেন।** **(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা উপর অর্পিত দায়িত্ব ব্যতিরেকে কৃত কর্মের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই দায়বদ্ধ হইবে না।** **(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা পক্ষ যাহারা ঋণ সংক্রান্তে প্রশাসনিক কার্যাদি, পন্য পরিবহন, সরবরাহ, গুদামজাতকরন ও খালাস সহ যেকোন প্রক্রিয়ায় জড়িত, তাহাদের কৃত কর্মের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইলে এই আইনের আওতায় আনীত মোকদ্দমায় তাহাদেরকেও বিবাদী শ্রেনীভূক্ত করা যাইবে।**	(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা বন্ধককৃত/প্লেজকৃত/হাইপোথিকেশনকৃত সম্পত্তির মূল্য বেশী দেখাইয়া ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিবাদী-দায়িককে অন্যায়ভাবে সাহায্য করতে পারে। (২) সি.এন্ড.এফ এজেন্ট বা কাস্টমস হাউজ ব্যাংকের কোন ডকুমেন্ট ছাড়া অনেক সময় এল.সি এর মাল ছেড়ে দেয়।